০১। ভূমিকা ঃ-

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী । অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তাদেও অংশগহনের পরিবেশ নিশ্চিত না থাকার কারনে এরা পুরুষের উপর নির্ভরশীল । দেশের প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন কর্মকান্ডে যথাযথ অংশগহন নিশ্চিত করা না গেলে নারীদের উন্নয়নের ভাগীদার বা অংশীদার হিসাবে ভাবা যায়না। মানুষ হিসাবে নারী মোট জনবলের অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও "মানব সম্পদ " হিসাবে নারী স্বীকৃতি পায়নি বা মূল্যায়িত হয়নি । অথচ এই নারীদের রয়েছে অসাধারন কর্মদক্ষতা ও অপরিসীম মেধা শক্তি। আমরা জানি " নারী ও পুরুষের স্বতঃস্ফুর্ত অংশ গ্রহণ ছাড়া পৃথিবীর কোন উন্নয়ন কর্মকান্ডই পূর্ণতা পায়নি । আর এ জন্য প্রয়োজন নারীর ক্ষমতায়ন এবং তাদেরকে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরন । কিন্তু নারীদের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার অর্জনের পথে এ সমাজে বিদ্যমান নানাবিধ অন্তরায় রয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বেইজিং এর ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের চিহ্নিত অন্তরায় সমূহহণ ঃ-

১। দারিদ্রতা
২। শিক্ষা
৩। স্বাস্থ্য
৪। নারী নির্যাতন
৫। সশস্ত্র সংঘাত
৬। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ
৭। ক্ষমতা ও নীতি নির্ধারন
৮। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান
৯। মানবাধিকার
১০। গণমাধ্যম
১১। পরিবেশ ও উন্নয়ন
১২। কন্যা সন্তানসহ

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মহিলাদের সমস্যাগুলো হচ্ছে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার, তালাক, শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, যৌতুক, দেনমোহর উসল ইত্যাদি। এ গুলো মনে রেখেই গ্রামাউসের কর্মকান্ডে জেন্ডার ইস্যু সংযুক্তি করন ও প্রতিষ্ঠানিকী করন কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ চলমান রয়েছে । এ ক্ষেত্রে গ্রামাউস যে সকল বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখে তা হচ্ছে ঃ

১। নারী শুধু নারী নয়, সে একজন 'মানুষ'। সর্বক্ষেত্রে নারীকে যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ।
২ । নারীদের নিজস্ব সংগঠন তৈরী করনে সহায়তা করা।
৩। সিদ্ধান্ত গ্রহন, মতামত ব্যক্ত, নেতৃত্ব গ্রহন এবং প্রদানের সুযোগ দেয়া।
৪। আয়মূলক সম্ভাব্য সকল কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহনের পরিবেশ তৈরী করা।
৫। ইতিবাচক সামাজিক মূল্যবোধ তৈরীতে সহায়তা করা।
৬। সর্বক্ষেত্রে নারীদের স্বতঃস্ফুর্ত সম অংগ্রহনের মানসিকতা সৃষ্টি করা।
৭। ছেলে ও মেয়ে সন্তানের প্রতি সম আচরন এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মেয়েদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা (যেমন শিক্ষা)।
৮। সকল উৎপাদনমূলক কাজে নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে অংশগ্রহন করা ।
৯। গৃহস্থালী ও পারিবারিক কাজে পুরুষ নারীর পারস্পরিক সহযোগীতার মনোভাব তৈরী করা।
১০। যৌতুক, নারী নির্যাতন, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ রোধ ও তালাক ইত্যাদি প্রণীত আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ইত্যাদি।

মোঃ আব্দুল খালেক
নির্বাহী পরিচালক
গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস)

গ্রামীন মানবিক উন্নয়ন সংস্থা
ফুলপুর: ময়মনসিংহ।

এই নীতিমালায় গ্রামাউসের জেন্ডার ও উন্নয়ন দর্শন, কর্মসূচীতে জেন্ডার ইস্যু অর্ন্তভুক্তিকরন, প্রাতিষ্ঠানিকীকরন কৌশল, জেন্ডার কার্যক্রম ও নীতিমালা বাস্তবায়ন পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত যে কোন বিশেষজ্ঞ, গবেষক, নীতি নির্ধারক এবং উন্নয়ন কর্মকর্তা ও কর্মীদের গ্রামাউসের জেন্ডার ও উন্নয়ন কৌশল সর্ম্পকে ধারনা পেতে এটি সহায়ক হবে।

এ ছাড়া নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করন প্রক্রিয়ায় এ ধরনের একটি সাংগঠনিক নীতি নির্ধারনী থাকা একান্ত অপরিহার্য।

০২। গ্রামাউসের পরিচিতি ঃ-

বেসরকারী উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নরত স্থানীয় পর্যায়ের একটি বেসরকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান। শান্তি ও ন্যায্য সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দারিদ্রতা নিরসন, তাদের ক্ষমতায়ন, শিশু অধিকার, নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালের ৮ ই জানুয়ারী আত্নপ্রকাশ করে গণমূখী কার্যক্রম বাস্তবায়নরত।

০৩। কর্ম এলাকা ঃ-

বৃহত্তর ময়মনসিংহে এ পর্যন্ত ৫৩ টি জেলার ৮ টি থানার ৪০ টি ইউনিয়নের প্রায় ২৫১ টি গ্রামে কর্মকান্ড সম্প্রসারিত হয়েছে।

০৪। প্রত্যক্ষ উপকারভোগী ঃ-

সুযোগ বঞ্চিত নারী, কিশোরী, শিশু, ভূমিহীন, ক্ষুদ্র চাষী, শ্রমজীবি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, হত দরিদ্র , এতিম, ছিন্নমূল বা পথ শিশু ও শ্রম বিক্রী করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং একশত শতকের উপরে জমির মালিক নয় এরকম পরিবার। এ পর্যন্ত ১০,৪৯১ পরিবার গ্রামাউসের মাধ্যমে প্রত্যেক্ষ সেবা সহায়তা গ্রহন করছে।

০৫। ওয়াকিং এপ্রোচ ঃ-

টার্গেট গ্রুপ ও কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এপ্রোচ।

০৬। প্রধান কর্মসূচী ঃ-

ক. গণ সংগঠন সৃষ্টি প্রকল্প।
খ. অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প।
গ. মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।
ঘ. প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক প্রকল্প।
ঙ. সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প।
চ. কৃষি উন্নয়ন ও মৎস্য চাষ প্রকল্প।
ছ. গবাদি পশু উন্নয়ন প্রকল্প।
জ. নারী ক্ষমতায়ন প্রকল্প।
ঝ. অনাথ ও দুস্থ শিশু পর্নবাসন প্রকল্প।
ঞ. গৃহায়ন প্রকল্প।
ট. দুর্যোগ প্রস্তুতি, মোকাবিলা (ত্রান ও পূর্ণবাসন) প্রকল্প।

সভাপতি
গ্রামীন মানবিক উন্নয়ন সংস্থা
ফুলপুর ময়মনসিংহ

মোঃ আব্দুল খালেক
নির্বাহী পরিচালক
গ্রামীন মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস)

০৭। গ্রামাউসের জেন্ডার ও উন্নয়ন দর্শন ঃ-

* 'নারীও মানুষ' পুরুষের মত তাদেরও বিশাল ক্ষমতা , দক্ষতা ও যোগ্যতা রয়েছে।
* পৃথিবীর কোন উন্নয়ন কর্মকান্ডই পূর্ণতা পায়না , যদি নারী এবং পুরুষের দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্ত সম অংশগ্রহন নিশ্চিত না হয়।
* উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারী ও পুরুষের ভূমিকা ও চাহিদাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া বাঞ্চনীয়।
* উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়নের নারী ও পুরুষের অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতাকে সমান ভাবে গুরুত্ব দেয়া অপরিহার্য।
* উন্নয়ন প্রকল্পে নারীদের স্বাচ্ছন্দে প্রবেশ করার পরিবেশ এবং বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা নিশ্চত রাখা বাঞ্চনীয়।

০৮। উন্নয়ন কার্যক্রমে জেন্ডার ইস্যু সংযুক্তিকরন ঃ-

গ্রামাউস বিশ্বাস করে নারী পুরুষের যৌথ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন ছাড়া উন্নয়ন কার্যক্রমের স্থায়ীত্বশীল সফলতা আসেনা। তাই প্রকল্প গ্রহনকালে লক্ষ্যভুক্ত পরিবারের নারী পুরুষের প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিতকরন এবং কমকান্ডে নারী ও পুরুষের ভূমিকা, সম অংশ গ্রহনের সম্ভাব্যতা যাচাই, মতামত প্রদানের সুযোগ এবং নারীদের অন্তর্ভুক্তির অগ্রাধিকার ও পরিবেশ নিশ্চিত রেখেই প্রকল্প নির্বাচন বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়। আর এভাবেই প্রতি নিয়ত জেন্ডার ইস্যুও সম্পৃক্তকরন প্রক্রিয়া গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।

০৯। জেন্ডার প্রতিষ্ঠানিকিকরনে সাংগঠনিক নীতিমালা ঃ-

গ্রামাউস গণমুখী উন্নয়ন কর্মকান্ডে সর্বক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে জেন্ডার বিষয়টি সম্পৃক্তকরন মানসিকতা বজায় রাখছে। এ ক্ষেত্রে গ্রামাউসের নিজস্ব নীতিসমূহ হচ্ছে ঃ-

* সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কমীদের জেন্ডার বিষয়টি স্বচ্ছ ধারনা অর্জন ও বৃদ্ধিও লক্ষ্যে নিজস্ব প্রশিক্ষণ ইউনিট এবং দেশী বিদেশী সুখ্যাত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষন গ্রহনের সুযোগ করে দেওয়া।
* নারী ও পুরুষ কর্মীরা যাতে সৌহাদ্য পূর্ণ পরিবেশে সহ অবস্থানেরর মাধ্যমে স্ব স্ব কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে সে রকম নিরাপদ ও সাবলীল পরিবেশ সৃষ্টি করা।
* সংস্থার নারী কর্মীর সংখ্যা একটি সন্তোষ জনক অবস্থানের রেখে জেন্ডার ভারসাম্য অক্ষুন্ন রাখা।
* ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহন ও প্রশাসনিক ভূমিকা পালন পর্যায়েও নারী কর্মকর্তার অংশ গ্রহন নিশ্চিত করা।
* মাসের একটি বিশেষ সময়ে শিথিল ও সহনীয় দায়িত্ব পালনের সুযোগ রাখা।
* দুই বার মাতৃকালীন সময়ে নারীদের ১২০ দিন এবং পুরুষের ৭ দিন করে পূর্ণ বেতনে ছুটি নিশ্চিত রাখা।
* নারী কর্মকর্তা/কর্মীদের প্রকল্প এলাকায় অবস্থানকালে নিরাপত্তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা।

১০। জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকিকরনে সাংগঠনিক কৌশল ঃ-

* সাধারন পরিষদ কার্য নির্বাহী পরিষদে নারী পুরুষ সদস্য সংখ্যার ভারসাম্য বজায় রাখা।
* নতুন কর্মী/কর্মকতা নিয়োগ বিজ্ঞাপ্তিতে "নারী-পুরুষ" উলেখ করে দরখাস্ত আহবান করা।
* কর্মকর্তা/কর্মী নির্বাচনী বোর্ডে নারী পুরুষ সদস্যের সংখ্যার ভারসাম্য বজায় রাখা।
* নতুন কর্মকর্তা/কমী নিয়োগ ক্ষেত্রে অথবা পদোন্নতির ক্ষেত্রে সমান যোগ্যতা সম্পন্ন নারী পুরুষ প্রার্থীদের মধ্য থেকে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া।
* দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষনে অংশগ্রহন ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া।
* পুরুষ অপেক্ষা নারী কর্মকর্তা/কর্মীদের ভ্রমনকালীন বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেয়া।
* অতিরিক্ত সময় কার্যালয়ে কাজের ক্ষেত্রে নারী কর্মীদের বেলায় পুরুষ কর্মীর তুলনায় শিথিল রাখা।
* গণমানুষের নিজস্ব সংগঠন সৃষ্টিতে অর্থাৎ সমিতি গঠনে পরিবারের পক্ষে নারী প্রতিনিধিত্ব বাধ্যতামূলক রাখা।
* গ্রামাউস সব ধরনের সাংগঠনিক সেবা সহায়তা লক্ষ্যভুক্ত পরিবারে সরবরাহের ক্ষেত্রে নারীকে গুরুত্ব দেয়া।

০৭/১২/২৪

মোঃ আব্দুল খালেক
নির্বাহী পরিচালক
গ্রামীন মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস)

৭/১২/২৪
সভাপতি
গ্রামীন মানবিক উন্নয়ন সং
কুলপুর, ময়মনসিংহ।

* অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে দক্ষতা ও যোগ্যতা বিবেচনায় নারীকে প্রত্যক্ষ ভাবে সম্পৃক্ত করা।
* সমস্যা চিহ্নিত করন, সম্ভাব্য সমাধান কৌশল খুঁজে বের করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহন নিশ্চিতকরন।
* সভা, সেশন, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণে সন্তোষজনক সংখ্যার নারী পুরুষ অংশগ্রহনকারীর উপস্থিতির ভারসাম্য বিবেচনায় রাখা।
* বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কার্যালয়ে নারীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিশ্চিত রাখা।

- ছোট শিশুর জন্য দোলনা বা খেলাধুলা করার আলাদা কক্ষ রাখা।
- শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য আলাদা স্থান রাখা।
- নারী কর্মী/কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা।
- নারীদের যে সকল Re-productive সমস্যা রয়েছে তা অফিস প্রশাসকের বিবেচনায় রাখা ইত্যাদি।

১১। জেন্ডার ও উন্নয়ন কর্মকান্ড ঃ-

ক) সংগঠন সৃষ্টি ঃ-

* ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহিলা ও পুরুষ সমিতি গঠন ।
* গ্রাম সংগঠন ও থানা সংগঠন (নারী পুরুষ সমন্বয়)
* সমিতি বা সংগঠনের মধ্য থেকে যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে কার্য পরিচালনা কমিটি গঠন।

খ) দারিদ্র নিরসন, আয়মূলক/অর্থনৈতিক কার্যক্রম ঃ-

* নারী ও পুরুষের দক্ষতা, যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞাতার আলোকে এলাকার পরিবেশ সম্মত আয়মূলক কাজে অন্ত ভূক্তিকরন।
* সঞ্চয় তহবিল/পুঁজি গঠন।
* সমিতি ও সাংগঠনিক উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা এবং আয়মূরক কর্মকান্ড ব্যবস্থাপনা / পরিচালনা।

গ) শিক্ষা কার্যক্রম ঃ-

বয়স্ক নারী পুরুষ, কিশোরী, অনাথ/এতিম/হত দরিদ্র ও ঝড়েপড়া শিশুদের জন্য জীবন মূখী শিক্ষা কর্মকান্ড চলমান রয়েছে।

ঘ) দক্ষতা বৃদ্ধি উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ-

* সাংগঠনিক/প্রাতষ্ঠনিক ব্যবস্তানা ও নেতৃত্ব বিকাশ প্রশক্ষণ।
* পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জব ওরিয়েন্টেড প্রশিক্ষন।
* অর্থনেতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় হস্ত শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরন, কৃষি, মৎস্য ও পশু পালন এবং ঋণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ।
* আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশেষন ও গণতন্ত্র চর্চা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

০৯/১১/২৪

মোঃ আব্দুল খালেক
নির্বাহী পরিচালক
গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস)

সভাপতি
গ্রামীন মানবিক উন্নয়ন সংস্থা
ফুলপুর, ময়মনসিংহ।

ঙ) সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা, সেশন ও কর্মশালা ঃ-

✳ নারী ও পুরুষের সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক সমিতির সভায় সূচী অনুযায়ী নারী পুরুষ সর্ম্পক, সম্পত্তিতে অধিকার, তালাক, বহুববাহ, যৌতুক, দেনমোহর, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, অর্থনেতিক কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্তি, পারিবারিক শান্তি, গৃহস্থালি কাজে নারী পুরুষের ভূমিকা নারী সংগঠনের গুরুত্ব পরিবার পরিকল্পনায়, মতামত ব্যক্ত ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়া ইত্যাদি জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়ক "৩৭ টি আলোচ্যসূচি" প্রস্তুত করে ৫২ সপ্তাহ বা এক বৎসর সময় সীমার মধ্যে আলোচনা পর্যালোচনা ও পুণঃ আলোচনা প্রক্রিয়া রয়েছে।

✳ ঋণ বিতরণকালীন সময়ে "অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নারীর ভূমিকা" বিষয়ক শেশণ চলমান আছে।
✳ কর্মএলাকার ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে নারী পুরুষের অংশগ্রহনে আলোচনা ও কর্মশালা যেমনঃ সাধারন রোগ এবং তার প্রতিকার, জন্ম নিয়ন্ত্রন ও পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ সম্মত কৃষি কর্মকান্ড, বায়ো ইনটেনসিভ কৃষি ও নিবিড়করন, অপুষ্টির কারন ও তা রোধ কৌশল ইত্যাদি বাস্তবায়িত হচ্ছে।
✳ জেন্ডার ও উন্নয়ন সম্পর্কিত সঠিক , স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারনা উন্নয়ন কর্মশালা।

চ) সামাজিক ব্যবস্থাপনা মূলক কার্যক্রম ঃ-

অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমিতি বা গ্রাম সংগঠনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জটিলতা নিরসনে শালিশী ব্যবস্থা, সামাজিক বনায়ন পরিচালনা কমিটি, রাস্তা মেরামত, পুকুর খনন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি আয়োজন ও পরিচালনা দায়িত্ব বা কমিটি গঠন ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্বের অগ্রাধিকার বিবেচনায় রাখা হয়।

১২। উপসংহারঃ -

'গ্রামাউস' প্রতিনিয়ত অত্যন্ত সচেতনতার সাথে পর্যালোচনার করে প্রতিটি কর্মকান্ডে অর্থাৎ অর্থনৈতিক উৎপাদন মূলক , সামাজিক ব্যবস্থাপনা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক এবং নীতি নির্ধারনী ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভাবে ভারসাম্য মূলক নারী পুরুষের অংশগ্রহন নিশ্চিত হচ্ছে কিনা তা যাচাই/নিরীক্ষা করে এবং পুনঃ পদক্ষেপ গ্রহন করে থাকে।

সভাপতি
গ্রামীন মানবিক উন্নয়ন সংস্থা
ফুলপুর, ময়মনসিংহ।

(মোঃ আব্দুল খালেক)
নির্বাহী পরিচালক
গ্রামাউস, ফুলপুর, ময়মনসিংহ।